The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি
[Interreligious Dialogue in Islam: Nature and Method]

Habibur Rahman
PhD Fellow, Institute of Banglades Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 28 July 2024
Received in revised: 24 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:

Interreligious Dialogue, Rules of Dialogue, Al-Hiwar, Dialogue in Quran, Dialogue in Sunnah.

ABSTRACT

As a comprehensive way of life, Islam provides detailed guidance for the welfare of humanity, including fostering harmony through interreligious dialogue. This approach is crucial in promoting mutual understanding and peaceful coexistence among followers of different religions. In Islam, interreligious dialogue involves engaging in discussions with individuals of other faiths while upholding one's values and integrity. The Qur'an and Hadith encourage such dialogue, emphasizing its role in dispelling misconceptions and spreading Islamic teachings. The purpose of interreligious dialogue is not to dominate other religions or establish a universal belief system but to resolve conflicts born of ignorance and gain knowledge about different faiths. By facilitating open communication, Islam seeks to eliminate false beliefs, foster understanding, and create a framework for respectful coexistence. This paper has examined the nature, objectives, methods, and principles of Islamic interreligious dialogue, exploring how it has contributed to greater harmony between religious communities. The study finds that, to make dialogue effective, Islam instructs participants to follow evidence-based reasoning, give importance to verified facts, and maintain clarity in perspective. It also emphasizes conducting dialogue intellectually and rationally, prioritizing issues of consensus with sincerity, modesty, and humility to achieve the objectives of dialogue.

ভূমিকা

ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যার মূল শিক্ষা মানবিকতা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি এবং সহাবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী ভিন্নধর্মী ও মতাদর্শী মানুষদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। কুরআন এবং হাদীসে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সদাচরণ, সহানুভূতি প্রদর্শন ও ন্যায়বিচারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় সংঘাত, সহিংসতা এবং অসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইসলামের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, মানবিকতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা, যাতে প্রতিটি মানুষ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। সংলাপের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও মূলনীতি অনুসৃত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে গঠনমূলক আলোচনার পদ্ধতি কী তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ: বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে 'সংলাপ' পদবাচ্যটির ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা ভাষায় এটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ: আলোচনা, আলাপ, কথোপকথন, নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ইত্যাদি।[১]

ইংরেজিতে সংলাপের প্রতিশব্দ 'ডায়ালগ' (Dialogue) ব্যবহৃত হয়। Dialogue শব্দটি গ্রীক Dia এবং Logos থেকে এসেছে। Dia অর্থ যা বলা হয়েছে এবং Logos অর্থ গোপনীয়তা বের করে আনা।[২] আরবিতে সংলাপের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আল-হিওয়ার' (الحوار), যার অর্থ কোনো কিছু থেকে প্রত্যাবর্তন করা, কোনো কিছু বৃদ্ধির পর তা আবার কমে আসা, পারস্পরিক আলোচনা করা। এই শব্দটি সাধারণত কথোপকথন ও আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা এবং বাক্যালাপ যেমন ব্যক্তিগত আলোচনা, সামাজিক আলোচনা, রাজনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি বোঝানোর ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়।[৩] আরবি ভাষায় সংলাপের প্রতিশব্দ হিসেবে 'আল-হিওয়ার' এর পাশাপাশি আল-জিদাল (الجدال) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিতর্ক, বা বাক-বিতণ্ডা। সাধারণত এটি এমন বিতর্ককে বোঝায় যা এক পক্ষের মতামত বা যুক্তি অন্য পক্ষকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।[৪]

আল-কুরআনে 'সংলাপ' শব্দের ব্যবহার: পবিত্র কুরআনে 'সংলাপ' এর প্রতিশব্দ আল-হিওয়ার (الحوار) তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-কাহাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِه وَهُوَ يُحَاوِرُه اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا﴾ 'কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বলল, 'আমি সম্পদে তোমার হতে শ্রেষ্ঠ, আর জনবলে তোমার হতে শক্তিশালী।'[৫] এই আয়াতে সাধারণ কথাবার্তা হিসেবে 'হিওয়ার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, ﴿قَالَ لَه صَاحِبُه وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا﴾ 'তার সঙ্গী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বলল, 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের?'[৬] উপর্যুক্ত আয়াতেও পারস্পরিক কথোপকথন অর্থে 'আল-হিওয়ার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরও একটি স্থানে শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। আল-কুরআনে এসেছে, ﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ﴾ 'আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৭] উপর্যুক্ত আয়াতে পারস্পরিক বাদানুবাদ বোঝানোর জন্য 'জিদাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, পক্ষান্তরে 'তাদের আলাপচারিতা আল্লাহ শোনেন' এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে 'হিওয়ার' শব্দটি এসেছে। এখানে 'হিওয়ার' এবং 'জিদাল' প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল কুরআনের সংলাপ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআনে 'হিওয়ার' শব্দটি আলাপ-আলোচনা, দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে মত বিনিময়, ভুল সংশোধন, যুক্তি প্রদান, তথ্য প্রতিষ্ঠা এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদানের উদ্দেশ্যে চিন্তা ও ধারণার বিনিময় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] তাফসীরে তাবারীতে وَهُوَ يُحَاوِرُ এর ব্যাখ্যায় خاطَبَهُ وَيُكَلِّمُهُ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ তাকে সম্বোধন করল এবং তার সাথে কথা বলল।[৯]

আল-হাদীসে 'সংলাপ' শব্দের ব্যবহার: আল কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও 'সংলাপ' পদবাচ্যটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাসূল স. বলেছেন,

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.
>
> 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল স. যখন সফর করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফরের কষ্ট থেকে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে, সুখময় অবস্থার পর দুঃখময় অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে, মাযলুমের বদদোয়া থেকে এবং সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতিকর দৃশ্য অবলোকন থেকে।'[১০]

অত্র হাদীসের وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী র. الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ বা الْكَوْرِ উল্লেখ করেছেন। আর উভয়টিরই অর্থগত একটি দিক রয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো ঈমান থেকে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া, বা আনুগত্য থেকে অবাধ্যতার দিকে ফিরে যাওয়া। মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে, কোনো কিছুর থেকে অন্য কিছুর দিকে ফিরে যাওয়া।[১১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা: পারিভাষিক দিক থেকে সংলাপের বিভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করা যায়। মূলত সংলাপ হচ্ছে, অন্যদেরকে বোঝবার বাসনায় তাদেরকে শ্রবণের সমর্থতা ও বিবেকের আদান-প্রদানের প্রকাশ। সফলভাবে একটি সংলাপ সংগঠিত করতে হলে প্রথমে এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়, যাতে আলোচনার মূল লক্ষ্য স্পষ্ট হয়। এরপর প্রাসঙ্গিক পক্ষ বা ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হয় এবং তাদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা হয়। সংলাপের সময় ও স্থান নির্ধারণের পরে আলোচনার নিয়মাবলি তৈরি করা হয়, যা সংলাপকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। সংলাপ চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা মতামত, তথ্য এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং আলোচনার শেষে সমাধান বা সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে, গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য পর্যবেক্ষণ ও ফলো-আপ করতে হয়। এই ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে করলে একটি সফল ও কার্যকর সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।[১২]

সাধারণত বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার সংলাপই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে সময় নিজের সততা, ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাস, ন্যায্যতা, তথা সমুদয় মূল্যবোধ বজায় রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করা হয়। মূলত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পারস্পরিক যে ধর্মীয় আলোচনা করা হয় তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রসঙ্গে খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসী বলেন,

> 'মৌলিক সত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক এমন আলাপ-আলোচনা যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত এবং ঝগড়া বিবাদ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রীতিমুক্ত এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বিমুক্ত।'[১৩]

লেনার্ড সুইডলার বলেন,

> 'সংলাপ হচ্ছে এক ধরনের কথোপকথন যা সংঘটিত হয়ে থাকে কোন প্রচলিত বিষয় নিয়ে এবং এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যাদের বিষয়টি নিয়ে রয়েছে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। এই কথোপকথনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্যের কাছ থেকে কিছু শিখবে, যে শেখা তার মধ্যে পরিবর্তন আনবে এবং তার বৃদ্ধির সহায়ক হবে।'[১৪]

আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

> ﴿وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ﴾

> 'আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদেরকে বলো, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'[১৫]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করেই ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের সাথে বিতর্কের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং সংলাপের সময় নম্রতা এবং সৌজন্য বজায় রাখতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

> ﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ﴾

> 'প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথে আহ্বান কর এবং লোকদের সাথে বিতর্ক কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশি ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।'[১৬]

এখানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পদ্ধতি হিসেবে উত্তম পন্থায় সংলাপ বা সুন্দরতম পন্থায় পারস্পরিক বিতর্ক করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

> ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۫ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾

> 'অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে এ বিষয়ে যে তোমার সাথে বিতর্ক করে, তুমি বল, এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।'[১৭]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. সম্পর্কে যারা তর্ক-বিতর্ক করে তাদের সাথে আলোচনার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

আল কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহর স. জীবনীতেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে

ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুশরিকদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যা আমাদের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

> لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ حَتَّى فَهرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ – لِبُطُونِ قُرَيْشٍ – صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي اجْتَمِعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ–
>
> 'যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (অর্থ: তুমি তোমার নিকটবর্তীদের ভীতি প্রদর্শন কর) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু স. সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং আহ্বান জানালেন, হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! এভাবে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জমায়েত না হয়। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী? সেখানে আবূ লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু স. বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় চলে এসেছে, তারা তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।'[১৮]

এই হাদীসে রাসূল স. এর সাথে বনী ফিহর, বনী আদী ও কুরাইশদের অন্যান্য গোত্রের সংলাপের বর্ণনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে রাসূল স. এর সংলাপের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান, এবং মদীনার অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচিত।[১৯] এটি ইসলামের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল মদীনায় একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে তোলা। তাছাড়া মক্কাবাসীদের সাথে প্রণীত 'হুদায়বিয়ার সন্ধির'[২০] মাধ্যমেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে রাসূলের স. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূল স. আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে জাফর ইবনু আবী তালিব রা. এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এক সংলাপে মিলিত হন এবং নাজ্জাশীর জিজ্ঞাসিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ঈসা আ. সম্পর্কেও তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে কথোপকথন ছিল।[২১] এটা মুসলমানদের সাথে খ্রিষ্টানদের সংলাপের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মক্কার ইহুদীদের সাথেও রাসূল স. এর সংলাপের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইহুদীদের মধ্য হতে বিভিন্নজন তাঁর কাছে আসতো এবং ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করতো। এভাবেই রাসূল স. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটাতেন, ফলে তাদের অধিকাংশই ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। হাদীসে বর্ণিত ইহুদীদের সাথে সংলাপের একটি উদাহরণ নিম্নরূপ,

> 'আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট রাসূলুল্লাহ স. এর মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছাল, তখন তিনি তাঁর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ব্যতীত আর কেউ জানেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? আর সর্বপ্রথম খাবার কী, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কী কারণে সন্তান তার পিতার মত হয়? আর কী কারণে তার মায়ের মত হয়? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মাত্রই জিবরা'ঈল আ. আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন 'আবদুল্লাহ বললেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার ব্যাপার এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংগম করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সদৃশ হয়। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।'[২২]

অনুরূপভাবে মুহাম্মদ স. এর জীবনীতে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তিনি ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের সাথে সংলাপে মিলিত হয়েছেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূল লক্ষ্য হলো সত্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরস্পরকে জানা, মতের ভ্রান্তি দূর করা, এবং ভুল ধারণাগুলো খণ্ডন করা। এর উদ্দেশ্য অন্য ধর্মকে জয় করা বা অন্য ধর্মের সাথে মিলে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠাও নয়। বরং

এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অজ্ঞতাজনিত যে বিরোধ আছে, পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এর মাধ্যমে প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ভাষায় নিজস্ব বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন পক্ষকে সত্যে পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতার একটি মাধ্যম হিসেবেও সংলাপ কাজ করে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে।[২৩] আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

সত্যের অনুসন্ধান এবং প্রতিষ্ঠা: সংলাপের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় সত্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেকে যা জানে তা অপর পক্ষের সামনে প্রকাশ করে। সংলাপের মাধ্যমে আলোচনাকারীরা একে অপরের অজ্ঞতার পর্দা সরিয়ে সত্যের উন্মোচন করতে সহায়তা করে। এতে সত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং ভুল ধারণার জাল ভাঙা হয়।

ভুল ধারণা ও যুক্তির খণ্ডন: বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভুল ধারণা, সংস্কার ও ভ্রান্তি থেকে অনেক সময় অসন্তোষ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে এমন ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো সম্ভব। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাদের মতবিরোধ মীমাংসা করতে পারে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে পারে। সংলাপের অন্যতম লক্ষ্য হলো ভুল ধারণার অবসান এবং ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি খণ্ডন। এই প্রক্রিয়া মানুষকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে আনার এক কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

মতবিনিময় এবং সমঝোতা: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মধ্যপন্থার সন্ধান করা, যেখানে উভয় পক্ষ এমন একটি সমাধানে পৌঁছায় যা উভয়ের জন্যই গ্রহণযোগ্য। সংলাপ শুধু বিতর্কের মাধ্যমে নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমঝোতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আলোচনায় পারস্পরিক মত বিনিময় উভয় পক্ষকে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার সুযোগ দেয়, যা পরবর্তীতে একটি সমঝোতামূলক সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে এমন একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় যা উভয় পক্ষের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

মতভেদ ও মতপার্থক্য কমিয়ে আনা: সংলাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং অন্য পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করেন। সংলাপের এই দিকটা অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ মতবাদ সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও শক্তিশালী যুক্তি ও মতামত তৈরি করতে সহায়ক হয়। ভবিষ্যতে আরও ফলপ্রসূ সংলাপ এবং বোঝাপড়ার উন্নতির জন্য এটি একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কাজ করে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি: সকল ধর্মই ন্যায়, সততা, মানবিকতা, এবং শান্তির আদর্শের প্রচার করে। সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মুল্যবোধগুলো শেয়ার করতে পারে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্মান ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতি রয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের লক্ষ্য হলো এগুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং সহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধি করা।

ভবিষ্যৎ আলোচনা ও ফলপ্রসূ সংলাপের ভিত্তি তৈরি: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের জন্য আরও ফলপ্রসূ সংলাপ এবং আলোচনা তৈরি করা। যখন দুটি পক্ষ আন্তরিকভাবে আলোচনা করে এবং তাদের মতামত বিনিময় করে, তারা ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারে। এটি ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও ফলপ্রসূ আলোচনার পথ তৈরি করে, যেখানে উভয় পক্ষ পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে আরও গভীরভাবে মতামত বিনিময় করতে সক্ষম হয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাধানের মাধ্যমে, আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী সংলাপ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা: বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ এমন কিছু মৌলিক নীতি যা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই মূল্যবোধের উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষের জন্য ন্যায় এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বের সব মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং সকলের সমান অধিকার রয়েছে। বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য, সংহতি, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামে মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ لَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيۡۤ اٰدَمَ﴾ 'আমি বনী আদমকে মর্যাদাবান করেছি।'[২৪] এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একত্রে মানব কল্যাণমূলক কাজ করার সুযোগ পায়। সমাজের সর্বজনীন সমস্যাগুলো যেমন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একসাথে কাজ করতে পারে।

সংলাপের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় মতবিরোধ দূর করে একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। অতএব, বলা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মানুসারীর মধ্যে সংলাপের উদ্দেশ্য কোনো ধর্মকে জয় করা নয়, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, বা সামগ্রিক চুক্তি সম্পাদন বা সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠাও নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যকার পারস্পরিক অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে সৃষ্ট বিশাল শূন্যতার ক্ষেত্রে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থা করা।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব, তাকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও ধর্মের লোকদের সাথে সমাজে একত্রে বসবাস করতে হয়। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি ঘটনার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থান নিশ্চিতসহ বিভিন্ন কারণে আজ বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আলোচনা এবং এ বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এসব কারণের মধ্যে রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও ধর্মতাত্ত্বিক কারণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপ অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন ধর্মের পর্যালোচনা, উন্নয়ন, পরিশোধন ও সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অত্যাবশ্যকীয়। আমরা কে এবং কী তা জানার জন্য আমাদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মকে জানার একটা আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে জানা এবং আমাদের নিজেদেরকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানা।

ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্ব-দরবারে পৌঁছে দিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মুসলমানদের জন্য অবারিত সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল সংলাপ। অমুসলিমদের মধ্যে ইদানীং ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে, যার প্রধান কারণ ইসলাম সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব। তাই একটি কার্যকর সংলাপ পদ্ধতি তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো পরিষ্কার করে ইসলামের প্রকৃত চেতনাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হতে পারে।[২৫] যদি ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তবে ইসলামের সম্প্রসারণের পথও সংকুচিত হয়ে যাবে। ইসলাম ধর্মের আন্তঃবিশ্বাস সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার যা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।[২৬] তাই সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য ইসলামের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে ইসলামকে ধর্মীয় উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে উপস্থাপনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন গুজব ও কুসংস্কারের ফলে মানুষের মাঝে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম সর্ম্পকে জ্ঞানলাভ হলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৭] ফলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মূলনীতি

ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক মতবিনিময় বা বিতর্কের মাধ্যম নয়, বরং এটি পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে সত্য অনুসন্ধানের একটি পদ্ধতির নাম। এই সংলাপের সফলতা নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণের উপর, যা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূলত, সংলাপের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মানুষের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং পরস্পরকে বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করা। তবে, এটি তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন উভয় পক্ষই আন্তরিকভাবে সত্যের অনুসন্ধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং নিজেদের মতামতকে প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরবে। সংলাপের ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে-সব নীতিমালা মেনে চলা প্রয়োজন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, প্রমাণিত তথ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান, এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ইসলামের আলোকে প্রণীত এই নীতিমালাগুলো সংলাপকে অর্থবহ করে তোলে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য অনুসৃত কিছু মৌলিক মূলনীতি নিচে প্রদত্ত হলো।

প্রথম মূলনীতি: বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতির অনুসরণ

সংলাপের প্রথম ও প্রধান নীতি হলো বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করা। সংলাপের যে কোনো দাবিকে প্রমাণ করতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। প্রমাণের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿اَمَّنۡ یَّبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُہٗ وَمَنۡ یَّرۡزُقُکُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ ءَاِلٰہٌ مَّعَ اللّٰہِ ؕ قُلۡ ہَاتُوۡا بُرۡہَانَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ﴾ 'বরং তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন, আল্লাহর সাথে কি কোন ইলাহ আছে? বল, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী

হও।'[২৮] এখানে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে এমন দাবিদারদের তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسۡرَآءِيۡلُ عَلٰی نَفۡسِهٖ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تُنَزَّلَ التَّوۡرٰىةُؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِالتَّوۡرٰىةِ فَاتۡلُوۡهَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ﴾

'সকল খাবার বনী ইসরা'ঈলের জন্য হালাল ছিল। তবে ইসরা'ঈল তাঁর নিজের উপর যা হারাম করেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তা ব্যতীত। বল, 'তাহলে তোমরা তাওরাত নিয়ে আস, অতঃপর তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ যদি কোন বিষয়ে কোন দাবি উত্থাপন করে তাহলে তাকে সেটার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আর যদি কেউ কোনো তথ্য উল্লেখ করে, সেটি অবশ্যই সঠিকভাবে উপস্থাপিত হতে হবে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে এটাকে অন্যতম প্রধান মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি: বক্তব্য ও প্রমাণের সামঞ্জস্য

সংলাপের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বক্তব্য ও প্রমাণের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা উচিত নয়। বক্তৃতা বা প্রমাণের মধ্যে স্ববিরোধিতা হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ফেরাউন মুসা আ. কে জাদুকর অথবা পাগল বলে বর্ণনা করেছে।[৩০] আবার ইসলামের প্রাথমিক দিকে মক্কার কাফিররা রাসূল স. কে পাগল, জাদুকর, গণক ইত্যাদি বলে উপহাস করেছে।[৩১] কিন্তু পাগল এবং জাদুকর একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়, কারণ একজন জাদুকর সাধারণত বুদ্ধিমান এবং চতুর হয়, অথচ একজন পাগলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকে না। এ ধরনের স্ববিরোধিতা স্পষ্টতই ভুলের দিকেই নির্দেশ করে এবং এটি সংলাপের গুণগত মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং সংলাপকে সফল ও কার্যকর করতে অবশ্যই বক্তব্য ও প্রমাণের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতি: প্রমাণ ও দাবির পৃথকীকরণ

সংলাপে প্রমাণকে দাবির পুনরাবৃত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কিছু বক্তা বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে দাবি এবং প্রমাণকে একইভাবে উপস্থাপন করে তর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটিতে প্রমাণের বদলে কেবল দাবিকেই পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। এটি সংলাপে কোনো ফলপ্রসূ সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে বাধা সৃষ্টি করে। অর্থবহ সংলাপ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই মূলনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

চতুর্থ মূলনীতি: স্বীকৃত সত্য ও নির্দিষ্ট নীতিতে ঐক্যমত্য

সংলাপে অংশগ্রহণের পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু মৌলিক বিষয়ে সম্মতি থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো হতে পারে বুদ্ধিগত বা ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। যেমন ইসলামে আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মাদ স. এর নবুয়ত, আল-কুরআনের সত্যতা, এবং শরী'আহ অনুযায়ী বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলো মুসলমানদের মধ্যে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। সংলাপে এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়, কারণ এগুলো ইসলামে সন্দেহমুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এছাড়া নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিধান, সুদের নিষিদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়েও কোন নাস্তিক বা অবিশ্বাসীদের সাথে সংলাপ করা উচিত নয়।[৩২]

পঞ্চম মূলনীতি: উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা

সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সত্যের সন্ধান করা এবং সৎভাবে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করা। এতে অন্যকে পরাজিত করার চেয়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য যদি ত্রুটিমুক্ত না হয় তবে সে সংলাপ কখনো ফলপ্রসূ হবে না। সত্যের অনুসরণ, তার সন্ধান করা এবং তা বাস্তবায়নের প্রতি যত্নবান হওয়া-এগুলোই সংলাপকে সঠিক, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿وَ لَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَيۡنَكَ وَ بَيۡنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِيۡمٌ﴾ 'ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।'[৩৩] উপর্যুক্ত আয়াতে মুসলমানদের সর্বদা উৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার করা। সুতরাং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সময় উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

ষষ্ঠ মূলনীতি: যোগ্যতার ভিত্তিতে সংলাপে অংশগ্রহণ

যেকোনো সংলাপে যোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন যোগ্য বক্তা সংলাপকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। এই মূলনীতির মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তাকে অবশ্যই সেই আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। যদি কেউ এ বিষয়ে উপযুক্ত না হন, তাহলে তার সংলাপে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এটি কেবল

নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংলাপে অংশগ্রহণ করা সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে যারা জানে না তাদের উচিত জ্ঞানীদের থেকে জেনে নেওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ 'তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।'[৩৪]

কয়েকটি কারণে শুধু যোগ্য ব্যক্তিদের সংলাপে অংশগ্রহণ করা উচিত। প্রথমত, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আলোচনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকবে। একজন ব্যক্তি যখন সত্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে চান, তখন এটা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি সেই সত্য সম্পর্কে জানেন। অন্যথায়, সংলাপ অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকে, তাহলে তার নিকট থেকে অবাঞ্ছিত মতামত চলে আসতে পারে। তৃতীয়ত, সংলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকলে আলোচ্যসূচি ভিন্নদিকে প্রবাহিত হতে পারে। ফলে সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

অতএব, আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ব্যক্তির যথার্থ যোগ্যতা থাকা উচিত। এতে আলোচনা কার্যকর হবে এবং ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যে ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তার উচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে সংলাপে অবতীর্ণ হওয়া। পাশাপাশি, আলোচনার সময় তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, যুক্তির প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই সংলাপ সফল হবে।

সপ্তম মূলনীতি: ফলাফল ও মতামতের আপেক্ষিকতা

সংলাপের একটি বৈশিষ্ট্য হলো মতামতের আপেক্ষিকতা। একটি মতামত সবসময়ই সঠিক বা ভুল নাও হতে পারে, বরং তা আপেক্ষিক হতে পারে। কেবল নবীগণই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ভুল বার্তা প্রদান করেন, তবে মানুষের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি আপেক্ষিক হতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। সংলাপের শেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একমত হওয়া জরুরি নয়। সংলাপে বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে এবং তা পরস্পরের প্রতি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। তবে, সংলাপ সফল হবে তখনই যখন তা বিরোধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ আলোচনার দিকে অগ্রসর হয়।

এটি সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে, সফল সংলাপের শর্ত এই নয় যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের মতামত গ্রহণ করবে। যদি দুই পক্ষ একটি অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তাহলে তা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনবে। কিন্তু যদি তারা ভিন্নমত পোষণ করে, তবুও সংলাপ সফল বলে বিবেচিত হবে যদি উভয় পক্ষ একে অপরের অবস্থানকে শ্রদ্ধা করেন। সংলাপের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

অষ্টম মূলনীতি: সংলাপের ফলাফলের প্রতি সন্তুষ্টি

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম মূলনীতি হলো সংলাপের ফলাফলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এই নীতি অনুসারে, সংলাপের পর উভয় পক্ষের অর্জিত ফলাফলকে মেনে নেওয়া এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অত্যন্ত জরুরি। সংলাপের লক্ষ্য কেবল মতবিনিময় নয়, বরং একটি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো। যখন সংলাপের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, তখন উভয় পক্ষের উচিত সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান করা এবং তার প্রতিশ্রুতি মেনে চলা। এটি আন্তরিকতার প্রতীক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ﴾ 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।'[৩৫]

উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। সুতরাং যখন কোনো সংলাপের মাধ্যমে সঠিক ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়, তা যদি কুরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থি না হয়, তখন তা মেনে চলা আবশ্যক। এভাবে সংলাপের ফলাফলকে স্বীকার করা ও অনুসরণ করা দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবেও গণ্য হয়। যদি উভয় পক্ষ সংলাপের ফলাফল মেনে না নেয়, তবে সংলাপ অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি কার্যকর সংলাপের পর, উভয় পক্ষের অর্জিত সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। এভাবে, সংলাপ শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে একটি কার্যকর সমাধানে পৌঁছাবে। এটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে একটি টেকসই সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সমাজে শান্তি ও সমঝোতার পথ প্রশস্ত করে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু একটি আলোচনার মাধ্যম নয়, বরং সত্যের সন্ধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির নাম। সংলাপকে সফল ও ফলপ্রসূ করার জন্য ইসলাম যে নির্দিষ্ট মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে, তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৬] ইসলামে সংলাপের লক্ষ্য কখনোই কেবল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা নয়; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে সত্যে উন্মোচনের মাধ্যমে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললে আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে কার্যকর করা সম্ভব।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পদ্ধতি

ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার ব্যাপক বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ইসলাম শুরু থেকেই সংলাপ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর জোর দিয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ফলপ্রসূ করতে এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে ইসলাম আল-কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সংলাপ পরিচালনা করলে তা সফল হবে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

আন্তরিকতা: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল আন্তরিকতা। সংলাপের উদ্দেশ্য সর্বদা সত্যকে অনুসন্ধান করা, কেবল বিতর্ক জয় করা বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়। অন্যকে অবজ্ঞা বা ছোট মনে করে সংলাপে অংশগ্রহণ করলে তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। তাছাড়া সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ অন্যদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। ইবাদাতে একনিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, ﴿وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ﴾ 'তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।'[৩৭] উপর্যুক্ত আয়াতে দ্বীনের জন্য প্রতিটি কাজকেই একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সাথে করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু মুসলমানদের যেকোনো কাজই দ্বীনের জন্য, তাই সংলাপেও আন্তরিকতার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

উত্তম পন্থায় সংলাপ: আল-কুরআনে ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের সাথে সংলাপ বা বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থায় সংলাপের বিষয়ে নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সংলাপের পদ্ধতি বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন, ﴿وَ لَا تُجَادِلُوۡۤا اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيۡ هِيَ اَحۡسَنُ﴾ 'আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না।'[৩৮] আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, ﴿وَ جَادِلۡهُمۡ بِالَّتِيۡ هِيَ اَحۡسَنُ﴾ 'এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।'[৩৯] উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ে সংলাপের ক্ষেত্রে اَحۡسَنُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা সর্বোত্তম ব্যবহারকে নির্দেশ করে।

অহেতুক বিতর্ক বর্জন: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আরো একটি অনুসৃত পদ্ধতি হচ্ছে তা হতে হবে কৌশল এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে এবং সংলাপের সময় অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা যাবে না। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কোন বিষয়ের সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য বিতর্ক করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন বির্তকের সময় অন্যকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা না হয়। বরং প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও প্রামাণিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে।[৪০]

ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দান: আন্তঃধর্মীয় সংলাপে সাধারণত দুই বা ততোধিক পক্ষ একত্রে সংলাপে মিলিত হয়। এই পক্ষগুলোর মধ্যে কিছু বিষয়ে পূর্ব থেকেই ঐক্যমত্য থাকতে পারে। সংলাপের সময় এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যতে আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হবে।[৪১] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

> ﴿قُلۡ يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ تَعَالَوۡا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَكُمۡ اَلَّا نَعۡبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشۡرِكَ بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُوۡلُوا اشۡهَدُوۡا بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ﴾
>
> 'বল, 'হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও ইবাদাত করবো না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবো না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান।[৪২]

উপর্যুক্ত আয়াতে আহলে কিতাবদের সাধারণ ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানাতে রাসূলকে স. নির্দেশনা দিয়েছেন। সুতরাং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ভিন্নমতের প্রতি কটাক্ষতা বর্জন: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সময় ভিন্নমতের প্রতি কোনোভাবেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করা যাবে না এবং তাদের কর্মকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান, ও বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

> ﴿وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدۡوًۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمۡ مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ﴾

'আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, তাহলে তারা শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত।'[৪৩]

উপর্যুক্ত আয়াত হতে বোঝা যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের খোদার প্রতি বা তাদের বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা যাবে না। প্রয়োজনে আন্তরিকতার সাথে গঠনমূলক সমালোচনা ও যুক্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করতে হবে।

বুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর সংলাপঃ সংলাপের সময় আবেগ দিয়ে চালিত হওয়ার চেয়ে বুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর হলে সংলাপ অধিক ফলপ্রসূ হবে। মুসলিমদের সাথে অন্য ধর্মের সংলাপে প্রামানিক যুক্তির উপস্থাপন বেশি জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

'বল, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর 'ইবাদাত করছ যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। আর তিনি হলেন আল্লাহ, যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৪৪]

আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের নিজের ধর্মের গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে। সংলাপের এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সংলাপের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

ভিন্নমতকে গুরুত্ব প্রদানঃ সংলাপের সময় প্রতিপক্ষের মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হয় এবং অন্যের মতামত ও যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। বক্তার বক্তব্যের মর্ম বুঝে তবেই উত্তর দেয়া উচিত। যদি কখনো একপক্ষের ভুল হয় তবে তা স্বীকার করা এবং প্রয়োজন অনুসারে তা সংশোধন করা উচিত। কারণ অহংকার কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না।

বিনয় ও নম্রতাঃ সংলাপে সর্বদা বিনয়ী হতে হবে। ইসলাম অন্যদের বিশ্বাসকে উপহাস করা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থেকে কোমল ও ভদ্র ভাষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন- কুরআনে মূসা আ. ও হারুন আ. কে ফেরাউনের সাথে কোমলভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَقُوْلَا لَه قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى﴾ 'তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।'[৪৫] মূলত বিনয় হচ্ছে এমন একটি গুণ, যার প্রয়োগের মাধ্যমে যেকোনো কঠিন বিষয়কে সহজে সমাধান করা যায়। সংলাপে তাড়াহুড়া এড়িয়ে কথা বলার আগে চিন্তাভাবনা করা উচিত। তাড়াহুড়া করে বলা কথা ভুল বোঝাবুঝি বা বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে, যা সংলাপকে বিপথগামী করতে পারে। এক্ষেত্রে রাসূল স. এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। রাসূল স. এর রাসূলের স. বিনয় ও নম্রতার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ 'এটি আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো।'[৪৬]

উপসংহার

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্ভাব বজায় রাখতে যে সকল পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পদ্ধতি অন্যতম। মানব মর্যাদা, মানব কল্যাণ, ধর্মীয় সহাবস্থান ও বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। এসব নির্দেশনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভিন্ন বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে আলোচনা তথা সংলাপ। রাসূল স. তাঁর জীবনে ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিকসহ বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের সাথে ইসলাম প্রচারের জন্য সংলাপে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন এবং যৌক্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলোর অবসান ঘটিয়েছেন। এভাবেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের বাণী দ্রুত পৌছে গিয়েছে। কারণ, সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রচার হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমনি এর মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায়। সংলাপকে ফলপ্রসূ করতে কুরআন ও হাদীসে বেশকিছু পদ্ধতি ও মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এসব পদ্ধতির আলোকে সংলাপ পরিচালিত হলে পরস্পরকে জানার সুযোগ তৈরি হবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব হবে। এভাবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণধর্মী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এবং ধর্মীয় বিভেদ দূর করে সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব, যা বর্তমান বৈশ্বিক সংকট নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ গোলাম মুর্শিদ ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা., *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*, ৩য় খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৭৫৮; সম্পা., *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১০২।

২ *Macmillan English Dictionary* (Oxford: Macmillan Education, 2002), 381; Merriam-webster.com. "Definition of dialogue." Accessed (August 31, 2024). https://www.merriam-webster.com/ dictionary/ dialogue.

৩ মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররম ইবনু মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব*, ৪র্থ খন্ড (বৈরুত: দারুস্ সাদির, ১৯৫৫), পৃ. ২১৭।

৪ আবু উবাইদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-হারাওয়ী, *আল-গারীবাইনি ফিল কুরআন ওয়াল হাদীস* (সৌদি আরব: মাকতাবাআতু নিযার মুস্তাফা আল বাজ, ১ম সংস্করন, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২২।

৫ সূরাহ্ আল-কাহাফ: ৩৪।

৬ সূরাহ্ আল-কাহাফ: ৩৭।

৭ সূরাহ্ আল-মুজাদিলাহ্: ০১।

৮ K.M Karim & S.A Saili, Inter- Faith Dialogue: The Quranic and Prophetic Perspective, *Jurnal Usuluddin*, Bil 29. (2009), 65-94.

৯ আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্-তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাওয়িল কুরআন*, ১৫তম খন্ড, (কায়রো: দারুল হিজর লিততিবি'আতী ওয়ান নাশরী ওয়াত তাওযিয়ী ওয়াল 'ইলান, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৬১।

১০ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস্-*সহীহ্*, *২য়* খন্ড (বৈরুত: মাতবা'আ ঈসা আল বাবী আল হালাবী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৯৭৯; হাদীস নং-১৩৪৩।

১১ মূল ভাষ্য: الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ أَوِ الْكَوْرِ، وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ، وَيُقَالُ: إِنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ، أَوْ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، إِنَّمَا يَعْنِي الرُّجُوعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ দ্র. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত্-তিরমিযী, *জামি'উল কাবীর*, ৫ম খন্ড (বৈরুত: দারুল গারবুল 'ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৩৮, হাদীস নং- ৩৪৩৯।

১২ John Doe, *Dialogue Organization: Principles and Practices* (New York: Dialogue Press, 2023), 45.

১৩ মূল ভাষ্য: هو حديث بين طرفين او اكثر حول قضية معينة، الهدف منها الوصول إلى الحقيقة، بعيدا عن الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية إقناعية، ولا يشترط فيها الحصول على نتا ئج فورية দ্র. খালিদ মুহাম্মাদ আল-মুগামিসী, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া তাতবিকাতুহু ফিত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: মারকাযুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতিনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২।

১৪ Leonard Swidler, "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue." *In Dialogue for Interreligious Understanding* (New York: Palgrave Macmillan US, 2014), 47.

১৫ সূরাহ্ আল-আনকাবূত: ৪৬।

১৬ সূরাহ্ আন-নাহল: ১২৫।

১৭ সূরাহ্ আলে 'ইমরান: ৬১।

১৮ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল জামিউস-সহীহ্* (বৈরুত: দারুল ইবন কাসীর, ২০০২ খ্রি.), পৃ.১১৯৬। হাদীস নং-৪৪৭০।

১৯ আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (মিসর: মাতবাআহ্ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৫), পৃ. ৫০১।

২০ হুদায়বিয়ার সন্ধি: হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা ৬ষ্ঠ হিজরি (৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয়। মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশ গোত্রের মধ্যে এই সন্ধিটি সম্পন্ন হয়েছিল। এ সময় মুসলিমরা হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা করেন, কিন্তু কুরাইশরা তাদের পথিমধ্যে বাঁধা দেয়। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়, যা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য একটি কৌশলগত বিজয় ছিল, কারণ এর পরে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। দ্র. *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

২১ *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৪০; *সহীহ বুখারী*, ১ম খন্ড, পৃ. ৮, হাদীস নং-৭।

২২ *সহীহ্ বুখারী*, হাদীস নং- ৩৩২৯।

২৩ Leonard Swidler, "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue." *Horizons* 10, no. 2 (1983): 348–51. https://doi.org/10.1017/s0360966900024087.

২৪ সূরাহ্ বনী-ঈসরা'ইল: ৭০।

২৫ Aadil Hussain Wagay. "Interfaith Dialogue: A Qur'anic Cum Prophetic Perspective." *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 6 (2022): 350–58. https://doi.org/ 10.36346/sarjhss. 2022.v04i06.003.

২৬ Ahmad Faizuddin, Mohamed Ashath and Ahmad Moghri., "A Comparative Study on the Notion of Dialogue in Islam and Buddhism," *Afkar* Vol. 25 No. 2 (2023): 67-110.

[২৭] Mohammad Elius, Issa Khan, and Mohd Roslan Mohd Nor. “Interreligious Dialogue: An Islamic Approach.” *Journal of KATHA* 15, no. 1 (2019), 11-13. https://doi.org/10.22452/katha.vol15no1.1.

[২৮] সূরাহ আন্-নামল: ৬৪।

[২৯] সূরাহ আলে ‘ইমরান: ৯৩।

[৩০] সূরাহ্ আয-যারি‘আত: ৩৯।

[৩১] সূরাহ্ আল-কামার: ০২।

[৩২] সূরাহ্ আন-নিসা: ৬৫; সূরাহ্ মা‘য়িদাহ: ৪৫; সূরাহ্ আল-আহযাব: ৩৬, ৫৯।

[৩৩] সূরাহ্ হামীম আস-সিজদাহ্: ৩৪।

[৩৪] সূরাহ্ আন-নাহল: ৪৩।

[৩৫] সূরাহ্ আল-আহযাব: ৩৬।

[৩৬] সালেহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ, উসূলুল হিওয়ার ওয়া আদাবুহ ফিল ইসলাম। Accessed (October 06, 2024). http://saaid.org/mktarat/m/13.htm

[৩৭] সূরাহ্ আল-বাইয়্যিনাহ্: ০৫।

[৩৮] সূরাহ্ আল-আনকাবূত: ৪৬।

[৩৯] সূরাহ্ আন-নাহল: ১২৫।

[৪০] *তদেব*।

[৪১] কায়েস সালেম আল মু‘আইতাহ্, “দাওবাতিল হিওয়ার ফিল ফিকরিল ‘ইসলামী”, *আল-মাজাল্লাল উর্দুনিয়া ফিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ্* ৩, নং. ১ (২০০৭), পৃ. ১৩০-১৬৯।

[৪২] সূরাহ আলে ‘ইমরান: ৬৪।

[৪৩] সূরাহ্ আল-আন‘আম: ১০৮।

[৪৪] সূরাহ্ আল-মা‘য়িদাহ: ৭৬।

[৪৫] সূরাহ্ ত্বহা: ৪৪।

[৪৬] সূরাহ্ আলে ‘ইমরান: ১৫৯।